★ বামপন্থী ঐক্যে আদর্শগত সংগ্রামের ভূমিকা ★

সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক শোষনের নিষ্পেষণে যখন জনজীবন পর্য্যুদস্ত, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, স্কুল-কলেজে সর্ব্বত্রই যেখানে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ও শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতেছে সেখানে একটি বিষয়ে আপামর জনসাধারণ নিঃসন্দেহ যে গোটা সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত এই সর্ব্বব্যাপক সঙ্কটের হাত হইতে জনসাধারণের মুক্তি অসম্ভব। সারা দেশ জুড়িয়া শোষিত জনসাধারণের মনে এই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে একমাত্র জনতার শত্রু ও অন্ধব্যক্তিবর্গ ছাড়া ইহা আর কাহারো দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার কথা নয়। জনতার বিক্ষোভ শুধু তাহার মানসিক জগতেই আজ আর সীমাবদ্ধ নাই, নানাপ্রকারের দাবীর ভিত্তিতে বিভিন্ন সংগ্রামের মারফৎ লক্ষ লক্ষ জনতার অপরাজেয় সংঘশক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনায় ভরপুর। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে শুধুমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিক্ষুব্ধ মনোভাবেই যথেষ্ট নয়। কারণ একথা ভুলিলে চলিবে না যে অসন্তোষ ও সংঘবদ্ধ সংগ্রামশীলতা (dissatisfaction and combatability of organised masses) এক কথা নয়। কাজেই আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কি করিয়া শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনতার এই ঘৃণাও অসন্তোষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব্বরকমের সংগ্রামের মারফৎ এক অজেয় সংগ্রামশীল সংঘশক্তিতে পরিণত করা যায়। আর এই গুরুতর কাজের দায়িত্ব একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও তার সবচেয়ে সচেতন অগ্রগামী অংশ বিপ্লবী সর্ব্বহারা দলের পক্ষেই সম্ভব।

সংস্কারবাদের মোহ নির্মূল করিতে হইবে

ধনিক মালিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণকারী বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার আইন কানুনের মারফৎ সংশোধন ও নির্ব্বাচন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক উপায়ে মূলগত পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব নয়—ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সকলকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কি পার্লামেন্টিয় (Parliamentary) কি পার্লামেন্ট বহির্ভূত (extra-Parliamentary), কি স্থানীয় কি জাতীয় যেকোন দাবীর ভিত্তিতে যে কোন লড়াই পরিচালনার উদ্দেশ্য একটাই। তাহা হইতেছে **জনতার মনকে সমস্ত রকমের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও সংস্কারবাদী চিন্তাধারার প্রভাব হইতে মুক্ত করা, তার আন্দোলনের পথে ছোট বড় সর্ব্বরকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের মুখোস খুলিয়া দিয়া মূল জনশক্তি হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গকে সশস্ত্র গণবিপ্লবের মারফৎ ধ্বংস সাধন করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত জনসাধারণের গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা।** জনগণের লড়াই পরিচালনার কোন স্তরেই এই মূল লক্ষ্য হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হওয়া চলিবে না। কারণ এক্ষেত্রে গণসংগ্রামের যে কোন পর্য্যায়েই এই মূলনীতি ভুলিয়া যাওয়ার মানেই হইতেছে শ্রমিক শ্রেণী তথা জনসাধারণকে নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হইতে সহায়তা করা।

সংগ্রামের পথে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও নীতিকে সামনে রাখিয়া জনতার প্রত্যেকটি লড়াই পরিচালনার সময়, তা সে লড়াই সম্মিলিত বা একক যে কোন ভাবেই হউক না কেন; বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইতেছে গণনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার নিজস্ব সংগঠন গড়িয়া তাহার মাধ্যমে সেই সংগ্রাম পরিচালনা করা; যার ফলে বিপ্লবী দলের কার্য্যক্রমকে সচেতনভাবে বুঝিয়া লইবার সুযোগ জনসাধারণ পাইবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই কার্য্যক্রমকে প্রয়োগ করিতে যাইয়া নিজেদের সংঘশক্তিকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল ধীরে ধীরে জনতা নিজেই আয়ত্ত করিয়া লইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিভিন্ন লড়াইএর মধ্য দিয়া জনসাধারণের সংঘশক্তি ও চেতনা এই পর্য্যায়ে উন্নীত হইতেছে ততক্ষণ

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৫ম বর্ষ,১৫শ সংখ্যা] বৃহস্পতিবার, ১লা অক্টোবর,১৯৫৩, ১৪ই আশ্বিন,১৩৬০ [চারি পয়সা

৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রমিক কর্ম্মচারীর বিরাট সফল ধর্ম্মঘট

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

৩০শে সেপ্টেম্বর বোনাস ও ছাঁটাই বন্ধের দাবীতে সারা বাংলায় সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান এসেছিল পশ্চিম বঙ্গের তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়ন সংস্থার তরফ থেকে; এস-ইউ-সি, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ডব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি মিলিতভাবে ডাক দিয়েছিল পঃ বাংলার শ্রমিক কর্ম্মচারী ও মেহন্নতি জনতার কাছে সাধারণ ধর্ম্মঘটকে সফল করার জন্যে। বাংলার সংগ্রামী জনতা—মেহন্নতি শ্রমিক কর্ম্মচারী সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, সংগ্রামের অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস রচনা করছে, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতী শ্রেণী ও কংগ্রেস সরকারের মিলিত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে শক্ত আঘাত হেনেছে।

বোনাসের ন্যায্য দাবীকে মালিক শ্রেণী অস্বীকার করেছে; কংগ্রেস সরকার নির্লজ্জের মত মালিক শ্রেণীর পক্ষে ওকালতি করে চলেছে; মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় শ্রমিকদের হুমকী দিয়েছে ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করে ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতি বানচাল করার চেষ্টা করেছেন। তাই এই দিন কোলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষ, শ্রমিক কর্ম্মচারী, দোকানদার, বাজারের বিক্রেতা সবাই মিলে সম্মিলিত ভাবে সফল ধর্ম্মঘট পালন করে বিধান সরকারের স্বৈরাচারের ও মালিক-তোষণ নীতির যোগ্য জবাব দিয়েছে।

৩০শে তারিখে কোলকাতা সহরের সমস্ত যানবাহন চলাচল স্তব্ধ করে কোলকাতা সহরকে অচল ক'রে দেয় ট্রাম, সরকারী বাস ও বেসরকারী বাসের শ্রমিক। বিভিন্ন এলাকার দোকানপাট, বাজার প্রভৃতিও সেদিন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে হরতাল পালন ক'রে শ্রমিকের দাবীর প্রতি একাত্মতা দেখিয়েছে। কোলকাতার উপকণ্ঠে বিরাট শিল্পাঞ্চলের প্রায় দেড় লক্ষ চটকল শ্রমিক সম্পূর্ণ সফল ধর্ম্মঘট পালন করে। আগড়পাড়া, কামারহাটি এলাকায় সংগ্রামের নূতন জোয়ার এনে দেয় এস-ইউ সির নেতৃত্বে আগড়পাড়ার চটকল শ্রমিক, আগড়পাড়া জুট মিল, ন্যাশনাল টুবাকো প্রভৃতি বড় বড় কারখানা ও এই অঞ্চলের বহু ছোটখাট কারখানার সমস্ত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে বিরাট শোভাযাত্রা বের করে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে। ধর্ম্মঘট করেছে রিষড়া, বালি, বেলুড়, শিবপুর, শালকে, ঘুষুড়ি এলাকার চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শ্রমিক। হরতাল পালন করেছে খড়দহ,

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

নয়াচীন—লাল সেলাম !

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবরের নয়া চীন আজ পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করল। নয়া চীনের গনতান্ত্রিক রিপাব্লিকের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা ভারতের মেহন্নতী জনসাধরনের পক্ষে জানাচ্ছি তাদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন। গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের চেয়ারম্যান কমরেড মাও সে তুং লক্ষ লক্ষ চৈনিক জনসাধারনের সুযোগ্য নেত হিসেবে গ্রহণ করুন আমাদের সশ্রদ্ধ লাল সেলাম! '৪৯ সালের ১লা অক্টোবর সারা চীনদেশে এনেছে নতুন প্রাণের স্পন্দন, বহিয়েছে কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার। শোষণহীন সমাজ, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে এই নতুন দেশ। নয়া চীনের অভ্যুত্থান দুনিয়ার প্রতিটি শোষিত জনতার কাছে বহন করে এনেছে এক গৌরবোজ্জ্বল আশার বাণী। তারা নতুন করে দেখতে পেল যে শোষনের নিষ্পেষণ চিরস্থায়ী নয় একে ভেঙ্গে চুরমার করা সম্ভব, প্রয়োজন শুধু সংগঠন ও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব। তাই মহাচীনের মহামুক্তিদিবসে ভারতের মেহন্নতী জনতা তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপনের সাথে সাথে চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে এগিয়ে যাবে, চীন-ভারত মৈত্রীকে দৃঢ়তর করবে—এই প্রতিজ্ঞা হইবে আজ এ অভিনন্দনের যথার্থ সার্থকতা।

ডি, ভি, সি শ্রমিকদের অব্যাহত গতিতে শক্তি সঞ্চয়

(বিশেষ সংবাদদাতা—পাঞ্চেত হিল)

নেহেরু সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম স্তম্ভ দামোদর ভ্যালি করপোরেশন। বিরাট দামোদর উপত্যকা ব্যাপী বিহারের হাজারীবাগ জেলার তিলাইয়া, বোখারো হ'তে সুরু করে বাংলার বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর পর্য্যন্ত সাতটি ঘাঁটিতে এই প্রচেষ্টার কাজ চলেছে। কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী, আমলাতান্ত্রিক নীতি, শ্রমিক শোষণ ব্যাপক ভাবে ডি, ভি, সি'র শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। কঠোর পরিশ্রম করেও শ্রমিকদের বাসস্থান, যাতায়াত, চিকিৎসা, চাকুরীর স্থায়িত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত ডি, ভি, সি কর্ত্তৃপক্ষ কোন সুবন্দোবস্তই করে নি। পরিকল্পনার কাজ চলা কালীনই বিভিন্ন প্রোজেক্টে ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই চলেছে। মাহিনা ভাতা প্রভৃতি ব্যাপারে, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মই মেনে চলে না। এই সব কারণে ডি, ভি, সি'র শ্রমিকেরা সংগঠন গড়ে আন্দোলনের পথে দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা করে চলেছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে পৃথকভাবে কাজ হতে থাকায় এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন শ্রমিকদের পৃথক পৃথক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। পাঞ্চেত হিল প্রোজেক্টে পাঁচ হাজার শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন। 'ডি, ভি, সি ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, বোখারো Thermal Power Stationএ "দামোদর ভ্যালি মজদুর ইউনিয়ন' এবং মাইথন প্রোজেক্টের 'ডি, ভি, সি, এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই প্রত্যেকটি ইউনিয়নই স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আইনানুযায়ী রেজিষ্টার্ড হয়েছে। এদের মধ্যে পাঞ্চেত ইউনিয়ন ও বোখারো ইউনিয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, প্রথম থেকেই এরা শ্রমিকদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য বিশেষ শক্তিশালী আন্দোলন করেছে। 'পাঞ্চেত' ইউনিয়ন' গত মে মাসে পনের দিন ব্যাপী পূর্ণ ধর্মঘট চালিয়ে শ্রমিকদের বহু দাবীদাওয়া আদায় করেছে। বোখারো ইউনিয়নও গত মে মাসে Thermal Power Stationএ—ধর্মঘট চালিয়েছে এবং এর পরে সরকারের ব্যাপক দমননীতি তাদের মাথার ওপর নেমে এসেছে।

এই দুইটি ইউনিয়ন যে শুধু ডি, ভি, সি শ্রমিকদের দাবীদাওয়া নিয়ে লড়াই করেছে তাই নয়, দামোদর পরিকল্পনার ফলে দামোদর উপত্যকার যে হাজার হাজার চাষী হাজারীবাগ, মানভূম প্রভৃতি জেলায় জমিচ্যুত ও বাস্তুহারা হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবীতেও আন্দোলন সুরু করেছে। ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্মীদের নেতৃত্বে পরিচালিত 'পাঞ্চেত হিল ইউনিয়ন' বিশেষভাবে কৃষকদের এই দাবীর আওয়াজ তুলেছে যার ফলে গত মে মাসের ধর্মঘটে সেখানকার শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রামী ঐক্য ও মৈত্রীবন্ধনই তার নিদর্শন।

কিন্তু নেহেরু সরকারের শ্রমিক শোষণ-নীতি উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় ডি, ভি, সি'র শ্রমিকেরা সম্প্রতি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সংগ্রামী ইউনিয়নগুলোর উপর ব্যাপকভাবে সরকারী হামলা, ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের ডিসচার্জ ও ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই ডি, ভি, সি'র শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ করার কৌশল হিসাবেই সুরু হয়েছে।

তাই আজ ডি, ভি, সি'র শ্রমিকরা একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করছে। ডি, ভি, সি'র বিভিন্ন প্রোজেক্টের সমস্ত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা, সাধারণ দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে সম্মিলিত হওয়া এবং কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এই ইউনিয়নগুলো উপলব্ধি করছে। এর ফলেই সম্প্রতি কিছুদিন ধরে উপরোক্ত তিনটি ইউনিয়নের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেশন গঠন করার প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সুরু করেছেন এবং ফেডারেশন গড়ার সক্রিয় কাজও সুরু হয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনে সোস্যালিষ্ট (পি, এস, পি) নেতৃবৃন্দ কোন সুস্পষ্ট নীতি না নেওয়ায় ফেডারেশন গড়ার প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করছেন। এই নেতৃত্বের পরিচালিত মাইথনের 'এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' বিশেষ উৎসাহের সাথে আজও এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতৃত্বে পরিচালিত 'পাঞ্চেত ইউনিয়ন' সাধারণ শ্রমিকেদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ফেডারেশন গড়ার জন্য পূর্ণ উদ্যোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 'বোখারো ইউনিয়নে'র সম্পাদক কমরেড আর নাথ, কমরেড বি, কে, সিং প্রভৃতিও এই প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে একটি কার্য্যকরী কর্মপন্থার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি মাইথনে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতা ও বিহার ইউ, টি, ইউ, সি'র সহঃ সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দের সাথে ডি, ভি, সি'র বিভিন্ন কেন্দ্রের শ্রমিক নেতাদের একটি যুক্ত বৈঠক মাইথনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ বৈঠকে ডি, ভি, সি'র শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও 'পাঞ্চেত-ইউনিয়নে'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অসিত রায়, বোখারো ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড আর নাথ, সহঃ সম্পাদক কমরেড বি, কে, সিং, মাইথন ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড সন্তোষ ধর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ইউনিয়নের স্বাধীন মতামত, কর্মীদের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভিন্নতা এবং সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও কিভাবে সাধারণ দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে ফেডারেশন গড়া যায়, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই বৈঠকে হয়েছে। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই এই ফেডারেশন বাস্তবে রূপ নেবে এবং ডি, ভি, সি'র শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক নীতি পরাস্ত হবে।

সংগ্রামের পথে আগরপাড়া চটকল শ্রমিক

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কলকাতা শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কল কারখানার শ্রমিক যখন বোনাসের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন সুরু করেছে, এবং সে আন্দোলনে বাংলার চটকল শ্রমিকেরা বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছে তখন ব্যারাকপুর অঞ্চলের শ্রমিকেরাও বসে নেই। সেখানেও বিভিন্ন দাবীতে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসছে। কুখ্যাত বি, এন, ইলিলিয়াসের আগরপাড়া চটকলের শ্রমিকরা বহুদিন ধরে সংগ্রাম করে জঙ্গী ইউনিয়ন, আগড়পাড়া চটকল মজদুর ইউনিয়ন, গড়ে তুলেছিল। বহু ঝড়-ঝাপটা এই ইউনিয়নের উপর দিয়ে গেছে, কিন্তু ইউনিয়নের মূল শক্তি, শ্রমিকের মনোবল ও একতা আজও অটুট আছে। কংগ্রেসী ইউনিয়ন হতে সুরু করে তথাকথিত লাল ঝাণ্ডা পন্থীরা পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা করেও এই ইউনিয়নকে ভাঙ্গতে পারেনি। তাই এবারও পূজা বোনাসের ও ছাঁটাই বন্ধের দাবীতে এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকেরা আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে ও আন্দোলন করছে। মাত্র দু-মাসের মধ্যে এই আগড়পাড়া মিলে মালিক পাঁচশতের উপর শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। ৩নং ফিতা কলে কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দিয়ে গত তিন সপ্তাহ ধরে, সপ্তাহে মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা কাজ করানো হচ্ছে। আরো শ্রমিক ছাটাই করারই পূর্ব ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। তাই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই দানা বেঁধে উঠেছে।

শ্রমিকদের এই বিক্ষোভকেই সক্রিয় আন্দোলনে রূপ দিচ্ছে আগড়পাড়া চটকল ইউনিয়ন ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের স্থানীয় শাখা। বেশ কয়েকদিন ধরেই ইউনিয়ন ও এস, ইউ, সি'র কর্মীরা বোনাস ও ছাটাই বন্ধের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। দৈনিক গেটমিটিং করে তিনশত চারশত শ্রমিকের জমায়েতে আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করে গত ২৩শে সেপ্টেম্বরে সহস্রাধিক শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করে ম্যানেজারের অফিস ঘেরাও করে। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ জমায়েত দেখে ম্যানেজার ও অন্যান্য অফিসারেরা অফিস থেকে পূর্বেই সরে পড়ে। শ্রমিকেরা কোম্পানীর মনোভাব বুঝে নিয়েছে এবং তাই আরো সংঘবদ্ধভাবে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে চলেছে।

শ্রমিকেরা ছাটাইকে রুখে দাঁড়াবার জন্য ও দাবী আদায়ের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়েই তারা আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ২৫শে সেপ্টেম্বর পুনরায় শ্রমিকেরা ম্যানেজারকে ঘেরাও করে। ম্যানেজার দাবীকে বিবেচনা করার এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টারদের সাথে আলাপ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্রই জানাবার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পরে সহস্রাধিক শ্রমিকদের জমায়েতে মিল গেটে এক সভা হয়। সেখানে কমরেড তাপস দত্ত সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ তাদের দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা দেন। পরিশেষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ২৬শে সেপ্টেম্বর বিভিন্ন চটকল মজুরেরা যে কলিকাতায় I. J. M. A.র আপিস ঘেরাও করে তাতেও আগরপাড়া চটকল মজুরেরা এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

গণদাবী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বর্দ্ধিত আকারে 'নভেম্বর-বিপ্লব বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে বের হবে।

পার্টির বিভিন্ন জেলাকে জানান হ'চ্ছে তাঁরা যেন নিজ নিজ প্রয়োজনের হিসাস যথাসময়ে পাঠান! বর্তমান ও গত সংখ্যার বাকী দাম অবিলম্বে পূরণ করে দেওয়ার জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ম্যানেজার
গণদাবী

S.U.C.I.

"ঐক্য ও সংগ্রামের" পথে বামপন্থী ঐক্যকে দৃঢ় করুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পর্য্যন্ত অশ্রমিক শ্রেণীর নানাপ্রকারের রাজনৈতিক ভাঁওতা ও শ্লোগানের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া সঠিক বিপ্লবী দল চিনিয়া লইতে পারা এবং নিঃসন্দেহে সেই দলের নেতৃত্বাধীনে লড়াই করিবার চেতনা ও মনোবল গড়িয়া ওঠা সম্ভব নয়। কাজেই, সম্মিলিত মোর্চা গঠন করিয়া অথবা একক ভাবে গণসংগ্রাম পরিচালনার সময় প্রতিটি বিপ্লবী কর্ম্মীর অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন দলের কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া জনসাধারণকে সত্যিকারের পথ ও বিপ্লবী দল চিনিয়া লইতে সাহায্য করা। কারণ সংগ্রামী জনতার উপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিপ্লবী সর্ব্বহারা দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংগ্রামের পূর্ণ সফলতা অর্জন করা বা লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে একটিমাত্র বিপ্লবী দলের নেতৃত্বেই যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে লইয়া সম্মিলিত বামপন্থী মোর্চা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আমরা বলিতে চাই যে সম্মিলিত বামপন্থী মোর্চা গঠনের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা জনতার উপর সমস্ত বামপন্থী দলগুলির সম্মিলিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নয়—পরন্তু সম্মিলিত আন্দোলন সংগঠনের মারফৎ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড বিখণ্ড জনশক্তিকে একত্রিত করা এবং সাথে সাথে আন্দোলনের মারফৎ সেই আন্দোলনে অংশ গ্রহনকারী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের আসল শ্রেণী চরিত্র, উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা বিচার করিয়া লইতে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ সুযোগ দান করা। কাজেই দেশজোড়া শাসকবর্গের বিরুদ্ধে জনতার অসন্তোষ ও ঘৃণাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল আন্দোলনের সম্ভাবনা আমাদের দেশে দেখা যাইতেছে তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান অত্যাবশ্যক।

'ঐক্যের খাতিরে ঐক্য' নয়

তাহার একটি হইতেছে বামপন্থী শক্তি সমূহের ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা ও অপরটি হইতেছে প্রত্যেকটি আন্দোলনের সুযোগ গ্রহন করিয়া ক্রমাগত জনতাকে তার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার (Instrument for seizure of power) গণ-সংগঠন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা ও জনসাধারণের উপর সর্ব্বহারা বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দেশের সম্মুখে আজ যে বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্ন দেখা দিয়াছে তাহা নিছক নীতিহীন ঐক্যের জন্যই ঐক্য (unity for unity's sake) নয়। ঐক্য গঠনের উদ্দেশ্য হইতেছে একটি বিশেষ কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথে সংগ্রামের মধ্য দিয়া আগাইয়া যাওয়া। নীতিহীন ঐক্যের ভিত্তিতে আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি আন্দোলন হইয়াছে তাহা নেতৃত্বহীন বিচ্ছিন্ন গণসংগ্রাম ব্যতীত আর কিছু নয়। আর এই জন্যই মূলতঃ এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া গণচেতনায় দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ইহাকে পার্লামেণ্টারী সংগ্রামের গণ্ডি অতিক্রম করানো সম্ভব হয় নাই এবং স্বভাবতই সাময়িক ভাবে হইলেও ইহার মারফৎ সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিরই শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে (বুর্জোয়া, আধাবুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া) যাহাদের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও শোষিত জনসাধারণের ঐক্যে ফাঁটল ধরানো ও শেষ পর্য্যন্ত জনতার ধ্যান ধারনাকে বিপ্লব বিরোধী চিন্তার খাতে প্রবাহিত করা। কাজেই একমাত্র জনসাধারণের শত্রুরাই নীতিহীন ঐক্যের পক্ষপাতী, এবং ঐক্য বলিতে তাঁহারা কমরেড মাও সে তুঙের ভাষায় "all unity-no struggle" বুঝিয়া থাকেন।

ঐক্য শিবির ও আদর্শগত সংগ্রামের সমস্যা

আমাদের দেশে এই ধরণের ঐক্য গঠনের পক্ষপাতী দলগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। একদল যাঁহারা বিভিন্ন দলগুলির সাথে মিলিত সংগ্রামের প্রশ্নে শুধু কার্য্যক্রমের (Programme) বাহ্যিক ঐক্যই বুঝিয়া থাকেন, জনতার সংগ্রামী গণচেতনা গড়িয়া তোলার জন্য পরস্পর বিরোধী দলগুলির নীতিগত সমালোচনার প্রয়োজনীয়তাকে ইঁহারা অস্বীকার করেন। আমাদের দেশে পেটি বুর্জোয়াদের যে কোন অংশের সহিত ঐক্যবদ্ধ গণমোর্চা গঠন করিবার সময় সমালোচনার মাধ্যমে সেই সমস্ত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শগত সংগ্রামকে অস্বীকার করা অথবা ছোট করিয়া দেখার অর্থই হইতেছে শোষিত জনসাধারণকে অসহায়ভাবে ঐ সমস্ত শক্তির হাতে সঁপিয়া দেওয়া। অপর দল শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণ দলীয় নীতি ও দল বিশেষের ছোট খাটো লাভ ক্ষতির হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে ঐক্যের প্রশ্নকে বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কাছে কার্য্যক্রম, রাজনৈতিক আদর্শ ও ঐক্যের ব্যাপক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কোনটাই মুখ্যতঃ বিচার্য্য বিষয় নয়। এই দুই ধরণের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ভিত্তিতেই বিপ্লবী সর্ব্বহারা দলকে বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি গুলিকে একত্রিত করিয়া ব্যাপক গণঐক্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিপ্লব যাহাদের কাছে শুধু একটা পুঁথিগত তত্ত্ব নয় তাহাদের পক্ষে ঐক্য ফ্রন্টে শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শগত সংগ্রাম করার স্বাধীনতা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। একমাত্র মুখে বিপ্লবী কার্য্যতঃ পেটিবুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী রাজনৈতিক দলের পক্ষেই ইহার আবশ্যকতা অস্বীকার করা সম্ভব। জনতার মনে যেখানে সমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি করা বিপ্লবী সর্ব্বহারা দলের অপরিহার্য্য কাজ সেখানে ঐক্যের নামে ও ঐক্যভঙ্গের ভয়ে সমালোচনার মনোভাবকে চাপিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা আর জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা একই। ঐক্যের নামে জনসাধারণের মধ্যে যে মিথ্যা ধারনা সৃষ্টির চেষ্টা আজ ভারতের বিভিন্ন তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি করিয়া চলিয়াছে বিপ্লবী দলের কর্মীবৃন্দকে আজ দৃঢ় মনোভাব লইয়া এই মিথ্যার মুখোস খুলিয়া ফেলিতে হইবে। নির্ব্বাচনপন্থী, বিপ্লবী, আধাবিপ্লবী ও সংস্কারপন্থী শক্তি সমূহের সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে সম্মিলিত ঐক্যফ্রন্ট আজ গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে তাহার সামনে এই প্রশ্নই অত্যন্ত গুরুতর ভাবে দেখা দিয়াছে যে, দলগুলির প্রত্যেকের পরস্পর সম্বন্ধে সমালোচনা করার অধিকার আছে কিনা। আমরা আশ্চর্য্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছি, প্রায় সবগুলি দলই এমনকি যাহারা নিজেদের সাম্যবাদী বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারাও পাছে ঐক্য ভাঙ্গিয়া যায় এই অজুহাতে খোলাখুলি পরস্পরকে সমালোচনা করিবার অধিকার রাজনৈতিক দলগুলিকে দিতে নারাজ। কাজেই ঐক্যফ্রন্টে আমাদের কমরেডদের কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও জটিল। কারণ যে কোনও মূল্যে (একমাত্র মূলনীতিকে বিসর্জন না দিয়া) আজকের পরিস্থিতিতে নীচের দিকে জনতার ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়িয়া তুলিবার জন্য উপর দিকের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে বামপন্থী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করিতে হইবে এবং সাথে সাথে দল গুলির নীতি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনা করার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অর্থাৎ ঐক্য ও সংগ্রাম" এই নীতির ভিত্তিতে ব্যাপক গণমোর্চা গড়িয়া তুলিতে পারার মধ্যেই রহিয়াছে বামপন্থী ঐক্যের যথার্থ সার্থকতা।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বরানগর অঞ্চলের দোকান কর্ম্মচারী ও শ্রমিক। এস-ইউ-সি ও কম্যুনিষ্টপার্টির কর্ম্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে একজোট করেছে এসব অঞ্চলের শ্রমিককে। ধর্ম্মঘটে সাড়া দিয়েছে কোলকাতার কেমিকেল শ্রমিক—বেঙ্গল কেমিকেল, ক্যালকাটা কেমিকাল প্রভৃতি কারখানায় ধর্ম্মঘট পালন করে। বাটা কারখানার শ্রমিক পূর্ণ ধর্ম্মঘট করে সভা করেছে বজবজের মোড়ে। মেটিয়াবুরুজ ও গার্ডেনরীচের শ্রমিকও ধর্ম্মঘট পালন করেছে।

বিধান সরকার তার পূর্ব্ব হুমকি অনুযায়ী সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে পুলিসের সমাবেশ রেখেছিল। প্রায় ১০০ শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীকে এই ধর্ম্মঘটের দিনও বিভিন্ন এলাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গার্ডেনরীচে হাড্ডিকলের শ্রমিকদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ্জ করেছে।

কিন্তু শ্রমিক কর্ম্মচারীর একতা ও সফল ধর্ম্মঘট কংগ্রেস সরকারের সকল স্বৈরাচারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে। ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য এই ধর্ম্মঘট পঃ বাংলার শ্রমিক শ্রেণীকে আরও সচেতন করেছে, অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। বাঁচার পথ সংগ্রামের পথ এই শিক্ষা সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করেছে।

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সেপ্টেম্বর মুসলিম ইন্‌ষ্টিট্যুট হলে সারা পঃ বাংলা খাদ্য বিভাগ কর্মচারীদের ৩০০ জন প্রতিনিধির সম্মেলনে গৃহীত নতুন দাবী সম্বলিত স্মারকপত্র সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই কর্মচারী সমিতি এখন শক্তিশালী হ'য়ে উঠছে। এই সংগঠনকে আরও জোরদার করার জন্য উক্ত সম্মেলনে এক কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মচারীরা বুঝতে পারছেন, সমস্ত দাবীদাওয়া আদায়ের একমাত্র পথ সম্মিলিত আন্দোলন। সরকারের সুবিবেচনা ও সহৃদয়তার ওপরে এই ২০,০০০ কর্মচারীর ভাগ্য নির্ভর করছে। অন্যথায়, ২০,০০০ সরকারী কর্মচারীর সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হবে সরকারের পক্ষেও তা নিশ্চয়ই সুখকর হবে না। সরকার কতখানি সদ্‌বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তা দেখবার প্রতীক্ষায় তাঁরা আছেন।

পশ্চিমবঙ্গে গণআন্দোলনের জোয়ার

কোলকাতার রাজপথে বিরাট ভুখা অভিযান

পশ্চিমবাংলায় আবার গণআন্দোলনের জোয়ার এসেছে। জুলাই মাসের ব্যাপক ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন অন্যান্য আন্দোলনে এক নতুন গতিবেগ এনে দিয়েছে। সেদিনকার আন্দোলনের ঘটনা জনসাধারণের মনে যে বিশ্বাস এবং আশার সঞ্চার করেছে সেটা হচ্ছে এই, যে আন্দোলনের পেছনে সক্রিয় গনসমর্থন থাকলে তাকে লাঠিগুলি দিয়ে স্তব্ধ করা যায় না। এ বিশ্বাস, এ ভরসার মূল্য অনেক।

পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে সাধারণ মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা যে পর্বত প্রমাণ আকার ধারণ করছে একথা আজ আর অজানা নয়। খেটে খাওয়া মানুষ যখন দুবেলা অন্নসংস্থানের পথ খুঁজে পায় না—কর্মঠ যুবক যখন উপার্জ্জনের আশায় ঘুরে ঘুরে বিফল হয়, নিজের স্বল্প আয়ের অর্থ দিয়ে যখন ন্যূনতম নিত্য প্রয়োজনীয় দুর্মূল্য খাদ্যসামগ্রী কেনার কোন উপায় থাকে না তখন বেঁচে থাকার প্রশ্নই খুব পরিষ্কারভাবে দেখা দেয়। বর্তমানে দেশজোড়া বেকারীর বিরুদ্ধে বোনাস ও খাদ্যের দাবীতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেটা সেই বেঁচে থাকার প্রশ্নেরই বলিষ্ঠ ইঙ্গিত মাত্র।

তাই দেখতে পাই যে গত ২৮শে সেপ্টেম্বরের ভুখা অভিযানকে ব্যর্থ করার জন্য যেখানে কংগ্রেসী পুলিশ প্রতিটি ষ্টেশনে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামে গ্রামেও ভুখা চাষীদের লাঠির আঘাতে আপ্যায়িত করে পথরুদ্ধ করেছে সেখানে সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য এবং উপেক্ষা করে ময়দানে লক্ষাধিক কৃষক এবং নাগরিকের জমায়েত বিরাট খাদ্য সমস্যার বিশেষ প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়।

সেদিনকার ভুখা অভিযানের আশু দাবী ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও সীমাবদ্ধ। শুধু বর্তমানের হাহাকারকে কিছুটা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সাধারণ অথচ জরুরী দাবী উত্থাপিত করা হয়। নয় আনা সেরের চালকে সাত আনা দামে বিক্রী করা, শ্রমজীবি জনসাধারণকে ছয় আনা দরে মনুষ্যের খাদ্য উপযোগী চাল দেওয়া, টেষ্ট রিলিফের মজুরীর হার ১৷৷০ টাকা করা ইত্যাদি। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রতিরোধ কমিটির আশু দাবীগুলো মোটামুটি মেনে নিলেও দীর্ঘ মেয়াদী দাবী নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। অথচ কে না জানে যে আমাদের দেশের ভূমি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্ত্তন না করলে, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ না করলে, চাষীর হাতে জমির বণ্টন না হলে এই গভীর সঙ্কটের হাত হতে মুক্তি অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আজ যে সমস্ত দাবী সরকার গ্রহণ করেছে এর জন্য কোন আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না কেননা দেশের লোককে খাওয়াবার দায়িত্ব সরকারেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেহেতু এই সরকারকে ঘাড়ে ধরে না করলে কিছুই করতে চায় না সেই জন্যই জনসাধারণকে তাদের নিজেদের বাঁচার অতি প্রাথমিক প্রয়োজন আদায় করতেই আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে হয়। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় সন্তোষ প্রকাশের চেয়ে বেশী জরুরী অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত সমস্যার মূলকে উপড়ে ফেলার ব্যাপক ও দৃঢ় প্রস্তুতি গড়া। তাই এগিয়ে আসুন, এমন সংগঠন গড়ে তুলুন যাতে দাম্ভিক সরকারকে জনসাধারনের সমস্ত মৌলিক দাবী গ্রহণে বাধ্য করতে পারি, অন্যথায় এই সরকারের কবর খুঁড়ে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য গনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে হবে।

পঃ বঃ খাদ্য বিভাগের ২০,০০০ কর্ম্মচারীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সৃষ্টি হয়। দেশ ভাগাভাগির পরেও প্রায় ২০,০০০ কর্মচারী বহু অসুবিধা প্রতিকুলতার মধ্যেও এই বিভাগে কাজ করে চলেছেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটী ছাড়া বহু কর্মচারী আছেন এঁদের মধ্যে। কিন্তু সরকারী খাদ্যনীতির দৌলতে এই ২০,০০০ কর্মী আজ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। খাদ্য বিভাগের বিলুপ্তি ঘটলে সংগে সংগে এত গুলো মানুষ বেকার হ'য়ে পড়বে। ১০।১১ বছর চাকরী করার পর দেশের এই বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে ২০,০০০ কর্মচারীর কর্মচ্যুতি এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করবে। এই ২০,০০০রের পরিবারবর্গ সহ ১ লক্ষ লোক অনাহারের সম্মুখীন হবেন।

এই ভীতিপ্রদ ভবিষ্যত উপলব্ধি করে এই বিভাগের কর্মচারীরা "খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতি" গঠন করেছেন। সমিতির তরফ থেকে সরকারের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে দাবী জানান হয়েছিল—(১) স্থায়ী বিকল্প চাকরী, (২) ১৯৫০ সালের পে-স্কেল চালু করা (৩) একই কাজে সমান মাইনের হার প্রবর্তন; ছুটী, মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু কোন ব্যবস্থা মেলেনি। সমিতি আরো দাবী করেছে, একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে একটী অ্যাডভাইজরী বোর্ড গঠন করে তার মারফৎ অন্যান্য বিভাগে এই কর্মচারীদের গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক। আইন সভায় খাদ্যমন্ত্রী এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয় নি।

দুইমাস আগে প্রায় ৮০০ কর্মচারীর ওপর ছাঁটায়ের নোটিশ দেওয়া হয়। সমিতির আন্দোলনের ফলে অবশ্য কয়েকজন মজুর ছাড়া অন্যান্যদের বহাল রাখতে সরকার বাধ্য হয়েছে; উক্ত মজুরদের সম্পর্কে এখনও আলোচনা চলেছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী কিদোয়াই সাহেবের বিবৃতির পরে খাদ্য বিভাগে নতুন এক আশংকা দেখা দিয়েছে। গত ২২শে

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বোনাসের দাবীতে

প্রবল বারিপাতের মধ্যে অর্দ্ধলক্ষ চট শ্রমিকের বিপুল সমাবেশ

কলিকাতায় চেম্বার্স অব কমার্স ভবন ঘেরাও

পশ্চিম বাঙলার দিকে দিকে শ্রমিক কর্মচারীদের পূজা বোনাস দাবী আন্দোলন সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যেই দ্রুত ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে এবং নিত্য নূতন অঞ্চলে নূতন শ্রমিক বাহিনী এই আন্দোলনের সামিল হইয়া ইহাকে দুর্বার করিয়া তুলিয়াছে।

গত শনিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ও নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল হইতে আগত অর্দ্ধলক্ষাধিক চটকল শ্রমিকের বিপুল জনসমাবেশ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র ডালহৌসি স্কোয়ার তাহাদের পদধ্বনি ও কণ্ঠে মুখরিত করিয়া বেংগল চেম্বার্স অব কমার্স ভবন ঘেরাও করে এবং ভারতীয় পাটকল মালিক সমিতি (I. J. M. A.) এর নিকট তিন মাসের বোনাসের জন্য তাহাদের দাবী পেশ করে। ইউ-টি-ইউ-সি ও বি-পি-টি-ইউ-সির অন্তর্গত সমুদয় পাটকল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে দূর দূরান্ত হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোতধারায় চট শ্রমিকেরা আসিয়া মিলিত হইতে থাকে। হাঁটাপথে রেলপথে সকাল হইতেই দেখা যায় বিভিন্ন দিক হইতে লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া নগ্নদেহ স্বল্পভূষণ শ্রমিকের দল। হাওড়া, বাওড়িয়া বজবজ হইতে আসিয়াছে, আগড়পাড়া জুটমিল হইতে আসিয়াছে। রেল-কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রভৃতির বাধা তাহারা অতিক্রম করিয়াছে। দীর্ঘ ছয় সাত ঘণ্টা ব্যাপী বিদায়ী বর্ষার বিরামহীন অভূতপূর্ব বর্ষণোচ্ছ্বাসের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহারা উদ্দীপনা ও সুসংবদ্ধ ঐক্য বোধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। গন্তব্য পথে সর্বত্র ও ডালহৌসি স্কোয়ারের বিভিন্ন অফিস ভবনের ঘর ও বারান্দা হইতে কর্মচারী-সাধারণ প্রবল বারিপাতের মধ্যে রাস্তায় দণ্ডায়মান কর্মচারী সাধারণ অর্দ্ধ লক্ষ শ্রমিকের এই বিপুল শৃঙ্খলাবদ্ধ মিছিলকে অভিনন্দিত করে।

পাট শ্রমিকদের পক্ষ হইতে এক ডেপুটেশন জুট বণিক সংঘের নিকট লিখিত দাবী পেশ করেন। তিন মাসের বোনাস এবং তাহা প্রদানের ব্যবস্থা হইবার আগে অন্তবর্তীকালীন আপাততঃ এক মাসের বোনাস দাবী করা হইয়াছে। অতঃপর ডেপুটেশন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের সহিত দেখা করেন এবং তাঁহার নিকট উক্ত দাবী দাওয়া পেশ করেন ও তাহা কার্যকরী করার জন্য পাটকল সমিতিকে নির্দেশ দিবার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁহারা দেখাইয়াছেন সমিতির অধীনস্থ পাটকল সমূহের রিজার্ভ ফাণ্ডে যে পরিমাণ অর্থ মজুদ আছে তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ দ্বারাই সমুদয় পাট শ্রমিককে অনায়াসে একমাসের বোনাস দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মালিক সমিতির প্রতিনিধি শ্রমিকদের সমস্ত ন্যায়সংগত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া বোনাসের দাবীকে অস্বীকার করেন। ইহার প্রতিবাদে চট শ্রমিকেরা দাবী আদায়ের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে এবং ৩০ শে সেপটেম্বরের ধর্ম্মঘটকে সফল করার সংকল্প নেয়।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।